যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর

এপ্রিল-জুন ২০১৯ ৪৮তম সংখ্যা

"বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ মাস্টার এর ১৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন"

১৩ মে ২০১৯খ্রি. তারিখে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক এম.পি জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এর ১৫তম শাহাদত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে যুব ভবনে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সাবেক এম.পি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, জনাব ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি জনাব আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক, জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী মোজাম্মেল হক, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাজীপুর, জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, সভাপতি স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি । বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন। মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি জনাব আ, আ, ম, স আরেফিন সিদ্দিক, আলোচক হিসেবে ছিলেন জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী মোজাম্মেল হক,সাবেক এম.পি এবং সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গাজীপুর, জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, সভাপতি স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন। সভাপতিত্ব করেন জনাব ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতেই স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে। আহসান উল্লাহ মাস্টার এর সাথে আততায়ীর গুলিতে শহিদ রতনকে এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় নিহত আসাদ, হানিফ ও সুমন মজুমদারকে স্মরণ করেন। প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যার প্রতিবাদে জনগণ রাস্তায় নেমে আসে, ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন সংগ্রামকে দমনের জন্য ৪২,০০০ হাজার মানুষের নামে মামলা দায়ের করে। তখন শত বাধা উপেক্ষা করে গাজীপুরবাসী আহসান উল্লাহ মাস্টার এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় গাজীপুরবাসীকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সাবেক এম.পি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েসনকে এ ধরনের একটি স্মরণসভা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। আহসান উল্লাহ মাস্টার-কে স্মরণ করতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান আহসান উল্লাহ মাস্টার ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে এম.পি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার আশেপাশে আওয়ামী লীগের একমাত্র নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার। প্রতিমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবার এলাকায় মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন অনেক, তাই গত ৩৬ বছর যাবত জনগণ তাঁদের পরিবার থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আসছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এলাকার জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। মূখ্য আলোচক জনাব আ, আ, ম, স, আরেফিন সিদ্দিক তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল, সৎ, নিরহংকার, নির্লোভ রাজনীতিক আহসান উল্লাহ মাস্টার, নাটোরের মমতাজ উদ্দিন, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, খুলনার আওয়ামীলীগ নেতা মঞ্জুরুল ইমামকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছিল। মুজিব আদর্শ নিশ্চিহ্ন করা ছিলো এ সকল হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আহসান উল্লাহ মাস্টার ছিলেন আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারী। জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টারের সততার উদাহরণ দিয়ে বলেন, তাঁর সম্পদের পাহাড় ছিলনা, তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। গরীব মানুষ কত কষ্টে জীবনযাপন করে তা দেখানোর জন্য ছেলেদের নিয়ে টঙ্গী স্টেশনে গিয়েছেন।

প্রকাশনায়: যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

সাবেক এম.পি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন জনাব আ, আ, ম, স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক এম.পি জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টার এর ১৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে তাঁর সমাধীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি, প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

তাঁর মতো নেতা বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্ষণজন্মা। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "আহসান উল্লাহ মাস্টারকে তিনি দেখেননি কিন্তু তাঁর ছেলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে দেখে বুঝতে পারছেন, সৎ ও যোগ্য পিতার সন্তান তিনি। সচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে একদিন বলেছিলেন তিনি রাজনীতি শিখেছেন আহসান উল্লাহ মাস্টারের নিকট থেকে।

মহাপরিচালক যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর জনাব ফারুক আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, তিনি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় ইউএনও থাকাকালীন জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টারকে কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি ছিলেন সৎ ও নির্ভীক। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। নেতৃত্বের সকল গুণাবলীই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

স্মরণ সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, সভাপতি স্বাধীনতা অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব আবুল কালাম আজাদ।

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতার স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ার মূল কারিগর হলো যুবসমাজ। যুবসমাজকে দায়িত্ববান আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে যুবউন্নয়ন মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেট জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের যাত্রা শুরু। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সহায়তাদান প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থবছরে ২২টি জেলার ৪২টি উপজেলায় যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯০ সালে ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ফেনী, যশোর ও চট্টগ্রাম জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শুরুর মধ্য দিয়ে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দৃঢ় ভিত্তি পায়।

১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে নরসিংদী, ফরিদপুর, জামালপুর, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, বান্দরবান, কুষ্টিয়া, ঠাকুরগাঁও, ঝালকাঠি ও বাগেরহাট জেলায় ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর, নওগাঁ, নাটোর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, নোয়াখালী, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভোলা, ঝিনাইদহ, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, নড়াইল, চাঁদপুর, খুলনা, পিরোজপুর, মাগুরা জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ৬২টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. "গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক " প্রশিক্ষণ ২. কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ ৩. দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ ৪. ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা ৫. দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭. চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৮. মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯. মাশরুম ও মৌচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০.ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১. ফুলচাষ (জারবেরা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স ১৩. হাইড্রোপনিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা কার্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ :

১. কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন ২. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স ৩. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ৪. ফ্রি ল্যান্সিং/ আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫. গ্রামীণ যুবদের কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ ৬. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ৭. ইলেকট্রনিক্স ৮. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ৯. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ১০. পোষাক তৈরী ১১. ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং ১২. ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং ১৩. ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৪. সুয়েটার নিটিং ১৫. লিংকিং মেশিন অপারেটিং ১৬. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ১৭. হাউজকিপিং, লন্ড্রি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮. বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৯. আরবী ভাষা শিক্ষা ২০. ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ২১. সেলসম্যানশীপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২২. ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং (সি এন্ড এফ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৩. হস্তশিল্প তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা ২৫. ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ।

এছাড়া যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মোট ৫৮,১৩,৫৯৩ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩,১২,০০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৩,৪১,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ৩০ জুন ২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মোট ২১,৯২,০৪০ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্য থেকে আরও বিপুল সংখ্যক যুব আত্মকর্মসংস্থান ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজের দক্ষতাবৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য।

মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম ঃ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মাঝে যারা নিজ উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণ করেন বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় শুরু করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাঁদের মূলধন সহায়তা (ঋণ) বা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ১৯৮৭ সালে থানা সম্পদ উন্নয়ন (থারডেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। গ্রুপভিত্তিক এ মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম দেশের ৩২টি উপজেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম শুরু হয়।

১৯৯৯ সালে রাজস্ব খাতের অর্থে পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম ৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম চলমান আছে। পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে ১টি পরিবারের ৫ জন সদস্যকে ১ম দফায় ১২,০০০/- টাকা করে মূলধন সহায়তা করা হয় যা ১ বছর মেয়াদী, দ্বিতীয় দফায় ১৬,০০০/- টাকা করে এবং তৃতীয় দফায় ২০,০০০/- টাকা করে একটি পরিবারকে মোট ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মূলধন সহায়তা (ঋণ) দেওয়া হয়ে থাকে।

আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিভূক্ত মূলধন সহায়তা (ঋণ) ২ বছর মেয়াদে পরিশোধযোগ্য, এ কর্মসূচিভূক্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকল্প গ্রহণকারীদের ঋণের সীমা ১ম দফা ৬০,০০০/-টাকা দ্বিতীয় দফা ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা। বর্তমানে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর ঋণেরসীমা বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করছে।

মূলধন সহায়তা (ঋণ) কার্যক্রম শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মোট ৯,৩৯,০৬৬ জনকে ১৮৬২ কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার টাকা মূলধন সহায়তা (ঋণ) প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৩৬,১০০ জনকে ১১৮ কোটি টাকা মূলধন সহায়তা (ঋণ) দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বল্পসুদে মূলধন সহায়তা (ঋণ) দিয়ে যুবদের স্বাবলম্বী করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা, অটিজম বিষয়ক সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরে সারাদেশের প্রতিটি উপজেলায় প্রতি ব্যাচে ৩০জন করে ২টি ব্যাচে ৬০জনকে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সে হিসেবে (৬০x৪৯৫x৩) = ৮৯,১০০ জনকে এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া এইচআইভি/ এইডস/ এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজননস্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, যৌতুক, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

যুব সংগঠনের সহযোগিতায় যুবকার্যক্রম ঃ

স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন নিবন্ধন ও পরিচালনা আইন ২০১৫ এবং বিধিমালা ২০১৭ অনুযায়ী যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সংগঠন নিবন্ধনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যুবসংগঠন নিবন্ধনের ক্ষমতাপ্রাপ্তির পূর্বে স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠন যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে কাজ করে আসছিল। এরকম তালিকাভূক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা ১৮৪৯৮টি।

যুবসংগঠন নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৭ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত যুবসংগঠনকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি প্রদান এবং নতুন নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। ৩০জুন ২০১৯পর্যন্ত সারাদেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত যুবসংগঠনের সংখ্যা ৩৬৩১টি। ইতোপূর্বের তালিকাভূক্ত যুবসংগঠনের বিশাল একটি অংশ বিধি অনুযায়ী যুবকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারছেনা। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবসমাজ সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৫২'এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্রান্তিকালে যুবসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুব, এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে যুক্ত হয়েছে। ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে যুবসমাজের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী, তাই বর্তমান সরকার আগের মেয়াদে যুবসমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগসৃষ্টি, দেশ প্রেমিক হিসেবে যুব সমাজের আচরণগত পরিবর্তন, এবং আধুনিক বিশ্বমানব গঠনের নিমিত্ত জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন করে। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নকল্পে এবং যুব উন্নয়ন সূচক গঠনের জন্য UNFPA এর সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth policy and Youth Development Index শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য খসড়া Plan of Action প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় নিজস্ব অফিস স্থাপনের মাধ্যমে যুবকার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান। মোট অনুমোদিত ৫২৮৫টি পদের বিপরীতে ৪২৮৮ জন কর্মরত আছে। ১০৭৭ শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলমান। জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, দাপ্তরিক প্রয়োজনে কর্মকর্তা কর্মচারি বদলী এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন চলমান কর্মকান্ডের অংশ।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের ১ম মেয়াদে ২০০৮ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি পাইলট আকারে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু হয়। ১০টি সুনির্দিষ্ট মডিউলে ৩ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে সংযুক্তির মাধ্যমে ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিদিন জনপ্রতি ১০০টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী যুবদের বিভিন্ন দপ্তরে ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হয়। অস্থায়ী কর্মকালীন প্রতিমাসে ৬,০০০/-টাকা জনপ্রতি কর্মভাতা প্রদান করা হয়। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলার মোট ২,২৭,৭৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২,২৫,৪০২ জন অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস ১ম পর্ব থেকে ৪র্থ পর্ব পর্যন্ত ১,১১,৬৯৯ জন ২ বছর মেয়াদী কর্মসংস্থানকাল সাফল্যজনক ভাবে সমাপ্ত করেছে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী যুবদের সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে ১২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। বেকার যুবদের কর্মসংস্থান, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণে ভূমিকা পালন, সর্বোপরি দেশগঠনে যুবদের বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্যই সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

যুব ভবনে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

যুব ভবনে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি

যুব ভবনে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ড. জাফর উদ্দীন

১৮ জুন ২০১৯খ্রি. তারিখে যুব ভবনে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্প এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তুত একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, সুফল এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারনের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল এম.পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন।

সকাল ১০.০০টায় যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ কর্মশালা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে ৪টি কর্মশালা ৪টি ভিন্ন ভিন্ন হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব তাজুল ইসলাম চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার অতিরিক্ত সচিব কর্মশালার সার্বিক মনিটরিং করেন। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ উপস্থাপন করেন জনাব আবুল হাছান খান, পরিচালক (পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, উপপরিচালক (প্রশাসন), যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মনোযোগসহ সকল প্রকল্পের সুপারিশসমূহ শ্রবণ করেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন সকল প্রকল্পের সুবিধাভোগী বাংলাদেশের জনগণ। জনগণের কল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে নিরন্তর। আগে বিদ্যুৎ সংকট ছিল চরম, এখন ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। গ্যাস প্রাকৃতিক সম্পদ, ইচ্ছা করলেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়, ব্যবহারে শেষ হয়। IMPACT প্রকল্প একটি ভালো উদ্যোগ । বায়োগ্যাস যদি বেশি উৎপাদন করা হয় তা হলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কম পড়বে। বায়োগ্যাস উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হওয়ার সাফল্য কথা ইতোপূর্বে বলে গেছেন গাজিপুরের আসমা খাতুন। প্রতিমন্ত্রী তাঁর উদাহরণ টেনে বলেন, আসমা খাতুন-কে দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবেন। সহজলভ্য গৃহস্থালি বর্জ্য, মুরগীর বিষ্টা, গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয়। সারাদেশে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমবে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বায়োগ্যাস উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হওয়া গাজিপুরের আসমা খাতুন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বক্তব্য দেন। তিনি Integrated Management of Resouces for Poverty Alliviation through Comprehensive technology (IMPACT) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান এর কাছে প্রকল্প সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। অতঃপর তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। Nationat Youth Policy 2017 বাস্তবায়নের নিমিত্ত Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth policy and Youth Development Index প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্যে বলেন, দ্রুততার সাথে যুবনীতি ২০১৭ বাস্তবায়ন করতে হবে। যুবদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ গাড়ীচালক সরবরাহ করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। টেকাব প্রকল্পের কর্মকান্ড ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক, হাওর এলাকায় সম্প্রসারণের জন্য ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ যাচাই বাছাই করে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে তাঁর সমাপনী বক্তব্যে উল্লেখ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বরিশাল বিভাগের কর্মশালা

১১ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে বরিশাল জেলার ব্যবস্থাপনায় মহিলা টিটিসি, সি এন্ড বি রোড, বরিশালে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "ক্ষুদ্রঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন" বিষয়ক বরিশাল বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ)। অংশগ্রহণকারী হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিতি ছিলেন বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, জেলাধীন সকল উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্ব-স্ব জেলার উপপরিচালক কর্তৃক নির্বাচিত ১৬জন ক্রেডিট সুপারভাইজার।

বরিশাল বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ, জনাব রাম চন্দ্র দাস, বিভাগীয় কমিশনার, জনাব মো এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ)

বরিশাল বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব রাম চন্দ্র দাস। কর্মশালায় বিগত বছরের ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং কর্মসূচিকে গতিশীল ও যুগোপযোগি করার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

কর্মশালায় বক্তাগণ বলেন, গুণগত ঋণ বিতরণের কোনো বিকল্প নাই, লক্ষ্যমাত্রা আছে এজন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে এমন যেন না হয়। ঋণ বিতরণপূর্ব এবং ঋণ ব্যবহারের ফলে ঋণ গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা আমাদের সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণকালে খুঁজে বের করতে হবে কে ঋণ ব্যবহার করে আত্মকর্মী হতে পারবে, নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। প্রকৃত ঋণী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছরে প্রায় ৩ লক্ষ যুবকে প্রশিক্ষণ দিলেও মাত্র ৩০/৪০ হাজার যুবকে ঋণ প্রদান করা হয়। কাজেই প্রকৃত ঋণী নির্বাচন করার কাজটি খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়, শুধু কাজ করবার মনোতৃপ্তির প্রয়োজন। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে এবং যোগাযোগ রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এই শ্লোগানটি সরকার যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চায়। সরকারের সামগ্রিক কর্মকান্ড যুবদের নিয়ে, কারণ যুবরাই পারে একটি পরিবর্তন আনতে। তাই তাঁরা সকলকে আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির ইফতার মাহফিল

উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি জনাব ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বিশেষ অতিথি জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)।

২৬ মে ২০১৯ খ্রি. ২০ রমজান ১৪৪০ হিজরী উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। ঢাকার পুরানা পল্টনের ফুড ল্যাব রেস্টুরেন্ট এন্ড ক্যাফেতে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফারুক আহমেদ, মহাপরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বিশেষ অতিথি জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনাব আবুল হাসান খান, পরিচালক (পরিকল্পনা), উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান, উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, উপপরিচালক (প্রকাশনা), জনাব হৃষীকেশ দাস, উপপরিচালক (অর্থ), জনাব আলী আশরাফ, সহকারী পরিচালক (অর্থ), জনাব মরিয়ম আক্তার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), জনাব ফেরদৌসী বেগম উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, জনাব রেজাউল করিম তরফদার, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, জনাব জহির উদ্দিন, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, জনাব মাহবুব আলম, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক মহোদয় সকলের শান্তি ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজের সমৃদ্ধি কামনা করেন। ইফতার মাহফিলে দেশ ও জাতির শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

যুব ভবনে IMPACT প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

যুব ভবনে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ফারুক আহমেদ

২৯ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে Integrated Management of Resources for Poverty Alleviation Through Comprehensive Technology (IMPACT) (Phase-2) প্রকল্পের কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কর্ম এলাকার যুবউন্নয়ন কর্মকর্তাগণের সাথে মহাপরিচালকের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফারুক আহমেদ মহাপরিচালক যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আ, ন, আহম্মদ আলী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)। সভাপতিত্ব করেন জনাব আঃ হামিদ খান প্রকল্প পরিচালক ও উপপরিচালক (প্রশাসন)। মতবিনিময় সভার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অর্জনসমূহ এবং বিকল্প জ্বালানী হিসেবে পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব শাহাদাৎ হোসেন। শেরপুর জেলার নলিতাবাড়ি উপজেলার ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলার বায়োগ্যাস সাব এ্যাসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ মাহফুজুল ইসলাম প্রাং। বক্তাগণ বাংলাদেশের উন্নয়নে বায়োগ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সেইসাথে প্রকল্পের সম্প্রসারণ কামনা করেন। বিশেষ অতিথি জনাব আ, ন, আহম্মদ আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৩০ জুন এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও পরবর্তীতে দ্রুততার সাথে কর্মকান্ড পরিচালনা করার চেষ্টা করা হবে, এজন্য প্রকল্পে কর্মরত জনবলের পুণঃনিয়োগ বিবেচনা করা হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক প্রকল্পের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, " আপনারা অনেক যোগ্য এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে দক্ষ। আপনাদের কর্মের অভাব হবেনা বলে আমি আশাবাদী"। মহাপরিচালক সমাপ্ত প্রকল্পটির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আশ্বস্ত করেন, পরবর্তীতে প্রকল্পটি চালু করা গেলে বর্তমান কর্মরত জনবলের কর্মসংস্থান এই প্রকল্পে কিভাবে করা যায় তা বিবেচনায় নেয়া হবে।

সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং প্রকল্পের ফেজ-৩ খুব সহসা শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কর্মকর্তাদের সিভিল অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক ও উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তাদের সিভিল অডিটের আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ১ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া জেলার উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে কর্মশালায় মোট ৬৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ. ন. আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-পরিচালক (অর্থ) জনাব হৃষীকেশ দাস ও সহকারী পরিচালক জনাব ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিরাজ চন্দ্র সরকার, উপ-পরিচালক, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, বগুড়া।

"অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথি জনাব আ.ন. আহম্মদ আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

সিলেটে বিভাগীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিভাগীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন বাংলাদেশের সকল কার্যক্রমে বিজয়ের কান্ডারী হচ্ছে যুব সমাজ। বর্তমানে যুব সংগঠনের নেতৃত্বে যুব কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। যুব সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুবদের সংগঠিত করে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এতে যুবরা বেকারত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে নিজেদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলছে। আরও বলেন এ ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই দেশ বেকারমুক্ত হবে। তিনি নগরীর টিলাগড়স্থ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট কর্তৃক আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ে যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সিলেট সদর উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আজহারুল কবীরের উপস্থাপনায় ও যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট এর উপপরিচালক মোঃ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী, সিলেট জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এ. জেড. রওশন জেবিন রুবা, যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়'র সহকারী পরিচালক (বাস্তবায়ন) আতিকুজ্জামান খান ও সহকারী পরিচালক (বাস্তবায়ন) ফাতেমা বেগম। যুব সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সিলেট যুবউন্নয়ন পরিষদের সভাপতি আফিকুর রহমান আফিক, সোনালী স্বপ্ন যুব সংঘের সভাপতি শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল ও আইন সহায়তা কেন্দ্রের সভাপতি সাদিকুর প্রমুখ।

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে "ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

"ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মহাস্থানগড়ে ইন্টার্নশীপ

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে ২ মে হইতে ১৫ মে ২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৪ দিন মেয়াদী ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন যুব সংগঠনের ৩০ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ১৪দিন ব্যাপী কোর্সটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ পর্যটন কেন্দ্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যোগাযোগ, স্থানীয় হোটেল-মোটেলে কাজ করার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা অর্জন করেন। উক্ত কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাষ্টোডিয়ান, মহাস্থান জাদুঘর, ম্যানেজার, পর্যটন কর্পোরেশন, বিভিন্ন পর্যটন/স্টার হোটেলের এক্সিকিউটিভ ও জেলা প্রশাসনের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মহাস্থানগড় ও হোটেল মম ইন পরিদর্শন ও ইন্টার্নশীপ করানো হয়।

কোর্সটির শুভ উদ্বোধন করেন বগুড়া জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ আহাম্মদ। তিনি সময়োপযোগী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

২০১৮ সালে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত ২৭ জন সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠক

জাতীয় পর্যায়ে
সফল আত্মকর্মী-১ম স্থান
এস এম শাহজাহান সিরাজ
নারায়ণগঞ্জ

২০০১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তার প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ২ কোটি টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে
সফল আত্মকর্মী-২য় স্থান
ইছমেতারা সরকার
শেরপুর

৪ মাস ব্যাপী পোশাক তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী হন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সহযোগিতায় তাঁর প্রকল্প সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মূলধন ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। বার্ষিক নীট আয় ৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে
সফল আত্মকর্মী-৩য় স্থান
মরিয়ম সুলতানা নয়ন
নারায়ণগঞ্জ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ১৯৯৯ সালে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে 'মাতৃকল্যাণ সংস্থা বহুমূখী প্রকল্প' গড়ে তোলেন। প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। তাঁর বার্ষিক নীট আয় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(ঢাকা বিভাগ)-১ম স্থান
মোঃ মাসুদ সরকার
ঢাকা

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিয়ে নিজের জমানো ৫ হাজার টাকা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে মোট ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে ২০০১ সালে ঢাকার বাড্ডায় 'স্টার কম্পিউটার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' গড়ে তোলেন। ২০১৫ সালে 'চাইল্ড স্টার আইডিয়াল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(ঢাকা বিভাগ)-২য় স্থান
কে এম রফিক-উল হাসান
গোপালগঞ্জ

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,সাভার ঢাকা হতে একমাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তার প্রকল্পে বার্ষিক গড় আয় ১১ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(চট্টগ্রাম বিভাগ)-১ম স্থান
মোঃ সামছুর রহমান (সুজন)
নোয়াখালী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, সৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১ লক্ষ টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে প্রকল্পগুলো সফলভাবে পরিচালনা শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর ডেইরি ফার্মে ১৫টি দুগ্ধজাত গাভি আছে। মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে মোট ১৬টি গরু আছে। প্রায় ২ একর আয়তনের ২টি পুকুরে মৎস্য চাষ করছেন।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(চট্টগ্রাম বিভাগ)-২য় স্থান
আকবর হোসেন
ফেনী

তিনি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফেনী হতে ১৯৯৯ সালে 'গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মৎস্য চাষ' বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। তার ১৫টি শংকর জাতের গাভী ও ৯টি বাছুর আছে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা। ১০টি পুকুরে সর্বমোট ৫০০ শতকে মাছ চাষ করছেন। বর্তমানে তার মূলধন ৮৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মাসিক আয় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(রাজশাহী বিভাগ)-১ম স্থান
মোছাঃ নাছিমা খানম
জয়পুরহাট

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প স্থাপন করেন। উক্ত প্রকল্প গুলো হতে তিনি প্রথম পর্যায়ে দুই লক্ষ হতে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করেন। বর্তমানে তার মূলধন ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(রাজশাহী বিভাগ)-২য় স্থান
মোছাঃ পারুল আক্তার বানু
নওগাঁ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোশাক তৈরি ও ব্লক-বাটিক এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। তার প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে ১৫০ জন নারী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(খুলনা বিভাগ)-১ম স্থান
মোঃ বাবুল আখতার
মাগুরা

২০০৮ সালে মাগুরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদিপশু, হাঁস মুরগি পালন, মৎস্য চাষ এবং কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে একটি অত্যাধুনিক মাশরুম বীজ উৎপাদনের ল্যাবরেটরি, একটি মাশরুম পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেস্টিং ল্যাব এবং উন্নত জাতের গরুর খামার স্থাপন করেছেন। বর্তমানে তার ড্রিম মাশরুম ও ড্রিম ডেইরি খামারে চল্লিশ জন স্থায়ী এবং ত্রিশ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত যুব।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(খুলনা বিভাগ)-২য় স্থান
খাদিজা সুলতানা শাহিন
যশোর

১৯৯০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণের সংবাদ জেনে ০৬মাস মেয়াদী পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার প্রকল্পে ১০ জন কর্মী মজুরিভিত্তিক ও ৫০ জন খণ্ডকালীন কাজ করছেন। তাঁর প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ১১ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক নীট আয় ৭ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(সিলেট বিভাগ)-১ম স্থান
টি.এম. আলমগীর হোসেন
মৌলভীবাজার

১ লক্ষ টাকা ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে বাড়ির ছাদে ১০০০ সোনালি মুরগির খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ৫০০০ ব্রয়লার মুরগি রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে তিনি প্রায় ৩৫ একর জমিতে বোরো ও ৩০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(সিলেট বিভাগ)-২য় স্থান
মোঃ নজরুল ইসলাম
সিলেট

একটি পোল্ট্রি খামারে তিন বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ৩০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নেমে পড়েন আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। প্রকল্পের নামকরণ করেন 'ইনসাফ পোল্ট্রি ফার্ম'। বর্তমানে নজরুলের খামারে মুরগি, গরু, হাঁস ও শীতকালীন সবজির চাষ হচ্ছে। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(বরিশাল বিভাগ)-১ম স্থান
মাকসুদা খানম
বরিশাল

এইচ.এস.সি পাস করার পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক ও বাটিকের উপর প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে তাঁর একটি কারখানা আছে। তাঁর প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। বার্ষিক নীট আয় ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(বরিশাল বিভাগ)-২য় স্থান
আফিফা সানজানা
পটুয়াখালী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগি পালন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নেন। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মুলধন সংগ্রহ করে 'সানজানা পোল্ট্রি ও মৎস্য ফার্ম'নামে নিজের প্রকল্পটি চালু করেন। প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। তার বার্ষিক নীট আয় ৪ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(রংপুর বিভাগ)-১ম স্থান
কুমার বিশ্বজিৎ বর্মন
কুড়িগ্রাম

প্রথমে ২৫,০০০/- টাকা দিয়ে একটি ছোট হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলেন। দু'টি প্রকল্পে যৌথভাবে ৮ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তিনি একটি আইটি স্কুল চালু করেন। স্কুলে প্রায় ৩১ জন বেকার যুবক-যুবমহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(রংপুর বিভাগ)-২য় স্থান
মোঃ শহিদুল ইসলাম
দিনাজপুর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পে ১১ (এগার) জন কর্মচারী কাজ করছেন। বার্ষিক নীট আয় ৯ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(ময়মনসিংহ বিভাগ)-১ম স্থান
সেলিনা আক্তার
ময়মনসিংহ

২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাবার দেয়া ৪ হাজার টাকায় কেনা সেলাই মেশিনে ভর করে তাঁর যাত্রা শুরু। তাঁর প্রকল্পের বর্তমান মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। বার্ষিক নীট আয় ১০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(ময়মনসিংহ বিভাগ)-২য় স্থান
জেসমিন আলম
জামালপুর

২০০২ সালে মাত্র ২টি সেলাই মেশিন নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই পোষাক তৈরি কাজ শুরু করেন। ২০১৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পোষাক তৈরি বিষয়ে ০৩ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২ লক্ষ টাকা পুজি নিয়ে 'মৌচাক মহিলা অঙ্গন' নামে একটি প্রকল্প গড়ে তোলেন। তার বর্তমানে মাসিক নীট আয় ৫০ হাজার থেকে ৫৫ হাজার টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে
সফল আত্মকর্মী (নারী কোটা)
বিউটি বর্মন
সিলেট

১৯৯৯ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট জেলা কার্যালয় হতে তিনি ০৪মাস মেয়াদি পোশাক তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'জনপ্রিয় টেইলার্স এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' নামে আত্মকর্মসংস্থানমূলক একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পের মূলধন ১৭ লক্ষ টাকা ও বার্ষিক নীট আয় ১৪ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক কোটা)
বীনা রাণী ত্রিপুরা
খাগড়াছড়ি

তিনি জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খাগড়াছড়িতে ছয় মাস মেয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৫০হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে ছোট একটি দোকান নিয়ে প্রকল্প শুরু করেন। বর্তমানে ৮টি মেশিন ও ৫ জন কর্মচারী নিয়ে তার দোকান চলমান আছে।

জাতীয় পর্যায়ে সফল আত্মকর্মী
(বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কোটা)
জনাব মোঃ হাসান
বগুড়া

২০১১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে তাঁর একটি ও লিজকৃত ০৩টি পুকুর রয়েছে। ০৫টি মুরগীর শেড এবং ১৭০০০ মুরগি রয়েছে। তার ফার্মে ১০ জন বেকার যুবক/যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক
(মহিলা)-১ম স্থান
হোমায়রা লতিফ পান্না
সমতা মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা
মাদারীপুর

২০০০ সনে কিছু উদ্যমী সমাজকর্মীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'সমতা মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা মাদারীপুর' নামে একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক সংগঠন। মাদারীপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে নির্বাচিত হন। সভাপতি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (ক্যাব) মাদারীপুর, সদস্য জেলা স্কাউট এবং বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন, সদস্য মহিলা ক্লাব, সদস্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, আজীবন সদস্য জেলা শিল্পকলা একাডেমি, এম এম হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য হিসেবে ক্রীড়া উন্নয়নে ভূমিকা রাখাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক
(মহিলা)-২য় স্থান
মাহমুদা আক্তার
হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
কুমিল্লা

প্রথমে তিনি দরিদ্র পরিবারগুলোকে সমিতিতে সংগঠিত করেন। সংগঠনের নাম রাখা হয় হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। সামাজিক বনায়নে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৩ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন মাহমুদা আক্তার। যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ জনাব মাহমুদা আক্তার-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক
(পুরুষ)-১ম স্থান
মোঃ ইউসুফ আকন্দ মুজিবুর
সেবা ফাউন্ডেশন
ময়মনসিংহ

১৯৮৯ সালে আয়েশা-হাবিবুল্লাহ পাঠাগার ও নিজ বানাইল বায়তুল রহমত জামে মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৬ সালে নিজ গ্রামে একটি শাখা ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন।১৯৯৭ সালে একই এলাকায় সেবা ফাউন্ডেশন নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৭-২০০৮ সালে যুব সমাজে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ২৫০০ যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ ইউসুফ আকন্দ মজিবুর-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক
(পুরুষ)-২য় স্থান
জনাবমোঃ বিল্লাল হোসেন
প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
চুয়াডাঙ্গা

১৯৯৫ সালে 'প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, দুঃস্থদের আইনি সহায়তা প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর জন্ম নিবন্ধনকরণ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বিবাহ নিবন্ধন ইত্যাদি সংগঠনটির অন্যতম প্রধান কাজ। যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক
(বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কোটা)
ডি এম, এরশাদুল আলম
যুব উন্নয়ন পরিষদ
গাজীপুর

২০০২ সালে সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হন। নিজের প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করে ২০০৩ সালে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা প্রতিবন্ধী যুব উন্নয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং সংগঠনের সভাপতি হিসেবে কালিয়াকৈর উপজেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ, তাদের প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পূণর্বাসন, কর্মসংস্থান ও সহায়ক সামগ্রী প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছেন।

জয়পুরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত 'ইয়ুথ লিডারশীপ' প্রশিক্ষণ

২৯ মার্চ, ২০১৯ খ্রি: যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর, জয়পুরহাট এর আয়োজনে ৪ দিন ব্যাপী অ্যাকটিভ সিটিজেনস ইয়ুথ লিডারশীপ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন জনাব মো: মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জয়পুরহাট। প্রশিক্ষণ কোর্সে ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি জনাব মিনহাজ আবেদীন। প্রশিক্ষণ কোর্সে যুব সংগঠক ও যুব উদ্যোক্তা মিলে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং সকলেই অত্যন্ত কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সমাপ্ত করেন। ১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সমাপ্ত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ এলাকায় একজন সফল যুব নেতা হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

যুব পরিবারের সন্তানদের সাফল্য

ক) মুহাম্মদ শাকিব ইসলাম সামি : ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত পি,এস,সি পরীক্ষায় গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোঃ জহুরুল ইসলাম ও শামীমা আকতার এর ছোট ছেলে। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

রায়হান আহমেদ শুভ : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ২০১৯ সালে এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে গোল্ডেন জি,পি,এ -৫ পেয়ে নটরডেম কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর জনাব সামছুন নাহার এবং আহসান হাবিব সরকারের পুত্র। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আতিকুর রহমান হিমেল : ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ,ঢাকা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। সে যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উচ্চমান সহকারী জনাব হুমায়ুন কবির এবং মোসাঃ আলেয়া বেগম এর পুত্র। সে তার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

যুব তথ্য কণিকা

নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৫৮,১৩,৪৯৩ জন	৩,১২,০০৩ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২১,৮৬,৩৫৭ জন	৫৪,৪৪৫ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,২৭,৭৩৭ জন	৩৩২৫২ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,২৫,৪০২ জন	৫৫২৩৬ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৭১৯.৯৩ কেটি টাকা	১৪২.৯৪ কোটি টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১৬২৮৭৮০ জন	৪৫৬৬৯ জন
০৭.	যুব সংগঠন নিবন্ধন	৩৬৩১ টি	৮০৩ টি